চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তার অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হিজলগাড়ি বাজারে সার ও কীটনাশকের দোকানে অভিযান চালিয়েছে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। এসময় মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রি ও অতিরিক্ত মূল্যে সার বিক্রির অভিযোগে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়।

রবিবার (১০ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত সদর উপজেলার বোয়ালিয়া ও হিজলগাড়ি এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানটি পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

অভিযান শেষে তিনি জানান, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সার-কীটনাশক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিভিন্ন দোকান তদারকি করা হয় এবং বিক্রেতারা মূল্য তালিকা প্রদর্শন করছে কিনা তা সরেজমিনে যাচাই করা হয়।

মোহাম্মদ মামুনুল হাসান বলেন, অভিযানে মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রি এবং সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি মূল্যে সার বিক্রির অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ৩৮, ৪০ ও ৫১ ধারা অনুসারে মেসার্স রফিকুল ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী রফিকুল ইসলামকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই অভিযোগে মেসার্স রহমান ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী মো. সেলিম উদ্দীনকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে সহায়তা করেন সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ক্যাবের প্রতিনিধি এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অভিযানে

তিন প্রতিষ্ঠানে ৩৭ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার আসমানখালি বাজারে মেসার্স বাবুল ডেন্টাল কেয়ারে অভিযান চালিয়েছে জেলা ভোক্তা অধিদফতর। এ সময় ভুয়া চিকিৎসক বাবুল রহমানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সিলগালা করা হয় মেসার্স বাবুল ডেন্টাল কেয়ার নামে ওই প্রতিষ্ঠানটি।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার গাংনী ইউনিয়ন আসমানখালি বাজার এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অভিযান চালান চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ভুয়া নাম-পরিচয়ে ডেন্টাল সার্জন সেজে বাবুল রহমান রোগীদের চিকিৎসা করছিল। তার বিডিএস ডিগ্রি নেই। প্রেসক্রিপশনে ডেন্টাল সার্জন লিখলেও তার কোনো মাধ্যমিক সার্টিফিকেটও দেখাতে পারেননি। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে এসব অপকর্মের কথা স্বীকার করেন। প্যাডে যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করেছেন সেটিও ভুয়া। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানাসহ প্রতিষ্ঠানটি সিলগালা করে।

সজল আহম্মেদ বলেন, গত কয়েক বছর আগে গ্রামঞ্চলে তিনি দাঁতের মাজন বিক্রি করতেন। সেখান থেকে তিনি তার সহযোগী রোকনুজ্জামান ঘের”র সহযোগীতায় দাঁতের ডেন্টাল কেয়ার খুঁলে রোগীদের সাথে প্রতারণা করে আসছে। মেসার্স বাবুল ডেন্টাল কেয়ারের মালিক চিকিৎসক পরিচয়দানকারী বাবুল রহমানের কাছে দাঁতের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখতে চাওয়া হয়। বাবুল সনদ দেখাতে ব্যর্থ হয়। যা সম্পূর্ণভাবে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। পরে তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একইসঙ্গে মেসার্স বাবুল ডেন্টাল কেয়ার সিলগালার আদেশ দেওয়া হয়।

এছাড়া একই দিন দুপুরে জেলা ভোক্তা অধিদফতর অভিযান চালায় সার-কীটনাশক, সবজি, ডিম, মুদি দোকানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করেন। এসময় মেসার্স নিজামুল এন্ড ব্রাদার্স নামক সার-কীটনাশকের দোকানে সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দামে সার বিক্রয় ও সার ক্রয় বিক্রয়ের ভাউচার দেখাতে না